ইজমা, কিয়াস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র

ইউনিট ৬

ভূমিকা

মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। আর তা হল ইসলাম। ফিক্‌হ শাস্ত্র বা ইসলামি আইন বিজ্ঞান কালোত্তীর্ণ বিধান। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের গবেষণায় এটা ইলমে ফিক্‌হ বা ইসলামি আইন বিজ্ঞান রূপে পরিচিতি লাভ করে।

ফিক্‌হ হচ্ছে আহকামে শরীআত সম্পর্কে ইসতিম্বাত (আবিষ্কার) করার জ্ঞান। ইসলামি শরী'আর বিধানাবলি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে ফিক্‌হ শাস্ত্র বলা হয়। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বাস্তব কাজকর্ম বিষয়ে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে যিনি অভিজ্ঞ তাকে বলা হয় 'ফকিহ'।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন– "প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। আর ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে আল্‌-ফিক্‌হ।" ফকীহগণের মতে- দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়া'। ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রধান উৎস- কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। এ ইউনিটে ইজমা ও কিয়াস এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্বোচ্চ ১০ দিন।

এ ইউনিটের পাঠ সমূহ

পাঠ-১ : ইজমা
পাঠ-২ : কিয়াস
পাঠ-৩ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তি
পাঠ-৪ : ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন
পাঠ-৫ : মাযহাবের পরিচয়
পাঠ-৬ : ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর মাযহাব
পাঠ-৭ : ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব
পাঠ-৮ : ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব
পাঠ-৯ : ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব
পাঠ-১০ : ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

পাঠ-১: ইজমা (الاجماع)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইজমা কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইজমা, শরীআত, মুজতাহিদ, মধ্যমপন্থী, উম্মাত, পরামর্শ, তারাবিহের নামায, শুরা, ইসলামি চিন্তাবিদ, ফকিহ, ইমাম।

ইজমার পরিচয়

ইজমা শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ- ঐকমত্য হওয়া, শক্তিশালী করা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া, একমত হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং কোন বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করার নামই হলো ইজমা। ইসলামি শরীআতের ভাষায়-"কোন কাজ অথবা কথার ওপর এক যুগের উম্মাতে মুহাম্মদীর ন্যায়বান মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তকে বলে।" ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। গুরুত্বের বিচারে কুরআন ও হাদিসের পরেই ইজমার স্থান। কোন বিশেষ যুগে আইন সংক্রান্ত কোন বিশেষ প্রশ্নের সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসকে কেন্দ্র করে মুসলিম পণ্ডিতগণ যে সম্মিলিত অভিমত পোষণ করেছেন ইসলামি শরীআতে তাই হলো ইজমা। ইজমা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী দ্বারা বৈধ প্রমাণিত হয়েছে।

১.২ ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার প্রমাণ

ইজমা শরীআতের উৎস হওয়ার পেছনে কুরআন ও হাদিসের যে দলিল রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো- কুরআনে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই উত্তম উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে অসৎকাজের নিষেধ করবে এবং আল্লাহতে ইমান আনবে।" (সূরা আলে ইমরান-৩ : ১১০)

কুরআনে আরও বলা হয়েছে– "আর আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মাতরূপে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানুষের প্রতি সাক্ষ্যদানকারী হতে পার। "আয়াতে উম্মাতের ন্যায়পরায়ণতাকে মধ্যপন্থী উল্লেখ করেছে, যা কিনা ইজমার একটি পরোক্ষ দলিল।

রাসূল (স) বলেন-

ان أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى الضَّلاَلَةِ

"আমার উম্মাত কোন ভুল বিষয়ে ঐকমত্য হবে না।" (ইবনে মাযাহ)

উপরিউক্ত কুরআন ও হাদিসের বাণী প্রমাণ করে উম্মাতের ইজমা শরীআতের উৎস।

ইজমা যে শরীআতের উৎস তা প্রমাণিত হয় সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর মদীনা রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্প্রসারিত হলে বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার সাথে ইসলামের পরিচয় হয়। ফলে সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। তখন সাহাবীগণ বাধ্য হয়ে ইজমার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর সাহাবীদের কর্মের উপরে কোন মুসলমান সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। সুতরাং ইজমা শরীআতের উৎস।

১.৩ ইজমা উৎপত্তির সময়কাল

ইজমা শরীআতের তৃতীয় উৎস। এটা তৃতীয় উৎস হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগ থেকেই স্বীকৃতি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেও কোন সমস্যার সমাধান কুরআনের মধ্যে না পাওয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (স) বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ করে তার সমাধান দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।" (সূরা শুরা- ৪২ : ৩৮)

যেমন-

রাসূলুল্লাহ (স) উহুদ যুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণের সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছায় গুরুত্ব প্রদান করলে রসূলুল্লাহ (স) উহুদে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করলে নানা জাতি-গোষ্ঠীর সাথে ইসলামের পরিচয় ঘটে। ফলে নানা সমস্যারও উদ্ভব হয়। তখন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামি চিন্তাবিদগণ ঐকমত্য পোষণ করে ঐ সমস্যার সমাধান করেন। হযরত উমর (রা) নানা বিষয়ে ইজমার মাধ্যমে সমাধান দিয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদার অন্যান্য খলিফাগণও ইজমার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান দিতেন। সাহাবীদের জীবনে বহু ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। তাঁরাও যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদিস দ্বারা সমাধান দিতে পারেননি, সেসব বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

যেমন-

হযরত উমর (রা)-এর আমলে রমাযান মাসের বিশ রাকআত তারাবীর নামায জামাতের সাথে আদায় জনিত সমস্যার সমাধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাবিঈগণও কোন সমস্যার সমাধানে সরাসরি কুরআন ও হাদিসের সাহায্য পেতে ব্যর্থ হলে কুরআন ও হাদিসের সাহায্য নিয়ে ইজমা করতেন।

বর্তমান যুগে ইজমা

বর্তমান যুগেও ইজমা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত পোষণ করেছেন।

যেমন-

পবিত্র নগরী জেরুসালেমকে ইয়াহুদিদের হাত থেকে উদ্ধার করতে মুসলমানগণ ইজমার মাধ্যমে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

১.৪ ইজমার প্রয়োজনীয়তা

মানব সমাজ গতিশীল। মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মুসলিম সমাজ এমন কতকগুলো নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয় যার সমাধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়নি। অথচ কুরআনে আল্লাহ মানুষের জন্য সব কিছু বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি কুরআনে কিছু বাদ রাখিনি।" (সূরা আনআম ৬ : ৩৮)

মানব জ্ঞান সসীম। তাদের সীমিত জ্ঞান-গবেষণায় কুরআন থেকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান আহরণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং সাবাহীদের যুগ হতেই কুরআন-হাদিস থেকে না পাওয়া বিষয় ইজমার মাধ্যমে সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ থেকে ইজমার উৎপত্তি।

১.৫ ইজমার গুরুত্ব

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পরোক্ষভাবে ইজমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

"সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে ও নিজেদেও মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টি করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান-৩:১০৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন : "তুমি যদি নিজে না জান, তবে যে জানে তাকে জিজ্ঞেস কর।" (সূরা আল নাহল-১৬:৪৩)

মহানবী (স) বলেন : "আমার উম্মত ভুল বিষয়ে একমত হবে না।"

সকল মায্হাবে ইজমাকে আইনের উৎস গন্য করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন-হাদিসে নেই এমন কোন বিষয়ে উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হলে তা মেনে চলা প্রত্যেকের কর্তব্য।

১.৬ ইজমার পদ্ধতি

ইজমা তিনটি উপায়ে বা পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়। (ক) قَوْل বা মৌখিক উক্তি দ্বারা অর্থাৎ যখন মুজতাহিদগণ কোন বিশেষ বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্য মতামত প্রকাশ করেন। (খ) فِعْل বা কর্ম দ্বারা অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে যখন সকলে একই পন্থা অবলম্বন করে কাজ করে। এতেও ইজমা সংগঠিত হয় এবং (গ) سُكُوْت বা মৌন সম্মতি অর্থাৎ মুজতাহিদগণ যখন এক বা একাধিক ব্যক্তির প্রকাশিত মতের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করেন তখন ইজমা সংগঠিত হয়।

১.৭ ইজমার হুকুম

ইসলামি শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে ইজমা দ্বারা অকাট্য দলিল সাব্যস্ত হয়। তাই কোন ক্রমেই ইজমার বিরোধিতা করা যায় না। ইজমার দ্বারা প্রবর্তিত বিধি-বিধান বিনা দ্বিধায় পালন করা কর্তব্য।

সারসংক্ষেপ

ফিক্হ্ শাস্ত্রের চারটি মূল উৎসের মধ্যে ইজমা অন্যতম। চার মাযহাবের ইমামগণ ইজমাকে শরীআতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইজমা ব্যতীত শরীআতই অপূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং ইজমার গুরুত্ব অত্যধিক। যেহেতু এটি কুরআন ও সুন্নাহর ওপরে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফসল তাই ইজমা মেনে চলা ও বিশ্বাস করা অপরিহার্য।

পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল। চলমান পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে যুগ জিজ্ঞাসার সঠিক ও যথার্থ সমাধান পেশকরণে ইজমার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ 'ইজমা বিষয়ক আয়াত ও হাদিসগুলো মুখস্থ করবেন। 'ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শরীআতের কয়েকটি বিষয়ের তালিকা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি শরী'আতের তৃতীয় উৎস কোনটি ?

(ক) ইজমা (খ) কিয়াস
(গ) কুরআন (ঘ) হাদিস

২। গুরুত্বের বিচারে ইজমার স্থান কোথায় ?

(ক) কুরআনের পরে (খ) হাদিসের পরে
(গ) উরফের পরে (ঘ) কিয়াসের পরে

৩। ইজমার আভিধানিক অর্থ কী ?

(ক) ঐকমত্য হওয়া (খ) নীরব থাকা
(গ) সমর্থন করা (ঘ) সিদ্ধান্ত নেওয়া

৪। ইজমার উৎপত্তির সময়কাল কখন ?

(ক) হযরত আদম (আ.)এর সময় থেকে (খ) হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এর সময় থেকে

(গ) হযরত আবূ বকরের এর সময় থেকে (ঘ) হযরত উসমানের সময় থেকে

৫। তারাবির নামায জামায়াতের সাথে আদায়ের বিধান কিসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

(ক) কুরআনের মাধ্যমে (খ) কিয়াসের মাধ্যমে
(গ) ইজমার মাধ্যমে (ঘ) হাদিসের মাধ্যমে

৬। ইজমার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়-

i.নতুন মূলনীতি ii. নতুন সমস্যার সমাধান
iii.ইজমার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৭। ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পদ্ধতি কয়টি ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৮। ইজমা কত প্রকার ?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক–১

জনাব আদিলুর রহমান শুক্রবারে মসজিদে জুমু'আ নামায আদায় করতে যায়। মসজিদের ইমাম সাহেবের বক্তব্য থেকে তিনি জানতে পারেন যে, তারাবির নামাযের বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল না। মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পর হযরত উমরের সময় ইজমার মাধ্যমে জামায়াতের সাথে তারারির নামাযের বিধান প্রচলিত হয়। ইজমার উৎপত্তি না হলে আমরা হয়তো বা জামায়াতের সাথে তারারির নামায আদায়ের বিধান পেতাম না।

ক. ইজমা কী ? ১
খ. ইজমার উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে ? ২
গ. ইজমা ইসলামি শরী'আতের উৎস হওয়ার প্রমাণ কী ? ৩
ঘ. ইসলামি শরী'আতে ইজমার প্রয়োজনিয়তা কতটুকু ? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন ৪

উদ্দীপক-২

জহির সাহেব বাস্তব জীবনে কুরআন ও হাদিসের পূর্ণ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, পবিত্র কুরআন ও হাদিসের শিক্ষার বাইরে অন্য কোন মতও পথ খোঁজ করা উচিত নয়। কিন্তু জুবায়ের সাহেব মরণোত্তর চক্ষুদান বিষয়ে শরী'আতের ফয়সালা জানতে চান। তিনি জানতেন কুরআন হাদিস ব্যতীত শরী'আতের আরও দুটি উৎস রয়েছে, সেগুলোর ওপর আমল করা জায়েয এবং এর মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করা যায়।

ক. ইসলামি শরী'আতের উৎস কয়টি ? ১
খ. ইজমা কত প্রকার ও কি কি ? ২
গ. জহির সাহেবের উল্লিখিত মনোভাব পোষণ কী যতার্থ ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. জুবায়ের সাহেবের সাথে জহির সাহেবের মনোভাবের কী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বলে আপনি মনে করেন ? এ ব্যাপারে আপনার মতের পক্ষে প্রমাণ দিন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। গ ৬। ক ৭। খ ৮। ক

পাঠ-২: কিয়াস (القياس)

উদ্দেশ্য

ই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- কিয়াস-এর পরিচয় দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- কিয়াস-এর উৎপত্তির বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কিয়াস-এর নীতিমালার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কিয়াস, আসল, ইল্লাত, হারাম, নেশা, বিচার-বুদ্ধি, ফয়সালা, সূরা।

২.১ কিয়াসের পরিচয়

কিয়াস আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো - পরিমাপ করা, অনুমান করা, তুলনা করা ইত্যাদি। অর্থাৎ- শাব্দিকভাবে কিয়াস হলো কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে তুলনা করা।

> কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে শরীআতের যেসব হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়, শাখা-প্রশাখার মধ্যে ঐ হুকুমের কারণ পাওয়া গেলে। শাখায় মূলের অনুরূপ হুকুম প্রদান করাকে শরী'আতের ভাষায় কিয়াস বলা হয়।

ইমাম আবু হানিফা (র) বলেন, "কিয়াস হল আইনের বিস্তৃতি। মূল আইন যখন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট না হয়, তখন মূল আইন থেকে ইল্লাতের মাধ্যমে নতুন বিধি আহরণ করতে হয়। আর তখন যে আইনের সম্প্রসারণ হয় তাই কিয়াস।"

মূলত মূল আইনকে শাখায় তুলনা করেই নতুন আইনের জন্ম হয়। আর এটিই হল কিয়াস।

উদাহরণ : কুরআন মাজীদের মাধ্যমে ইসলামি শরীআতে মদ্যপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হলো 'নেশা'। অনুরূপভাবে কিয়াসের মাধ্যমে গাঁজা, আফিম, হিরোইন ইত্যাদি নেশা জাতীয় জিনিসকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

২.২ কিয়াসের উৎপত্তি

ইসলামি আইন শাস্ত্রের মূলনীতিকে যে চারটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে কিয়াস হল তার সর্বশেষ স্তর। কোন সমস্যার সমাধানে যখন কুরআন, হাদিস ও ইজমা কোন নির্দেশনা না পাওয়া যায় তখন ইসলামি পণ্ডিতগণ কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাটি সমাধান করেন।

প্রমাণ :

দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) যখন তাঁর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা মনোনীত করে পাঠান, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হলে তিনি (মুআয) কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? তিনি বলেন, তিনি কুরআনের অনুসরণ করবেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "যদি কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকে?" তখন মুআয (রা) উত্তর দিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর (হাদিসের) অনুসরণ করবেন। আর রাসূল (স)-এর সুন্নাহর দ্বারা ফায়সালা করতে না পারলে তিনি তাঁর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর জবাবে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং তাঁর জন্য দুআ করেন।

অন্য একটি হাদিসে আছে, হযরত মুহাম্মদ (স) আবু মূসা আল-আশআরীকে বললেন, "আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী বিচার কর। তোমার যা প্রয়োজন, তা যদি এতে না থাকে তবে তেমাদেও নবী (স)- এর সুন্নাহ হতে খোঁজ কর। সেখানেও যদি না পাও তখন নিজের মতামত ব্যক্ত কর।"

২.৩ কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ইসলাম একটি যুক্তিভিত্তিক গতিশীল জীবনব্যবস্থা। জীবন জিজ্ঞাসার সাথে সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান ইসলাম প্রদান করছে। হযরত মুহাম্মদ (স) জানতেন সময়ের বিবর্তনে মানব সমাজে নানারকম সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। সে সব সমস্যা হতে তাঁর উম্মতকে বাঁচানোর জন্য তিনি সমাধানের পথ হিসেবে ইজমা ও কিয়াসের পথ খুলে রেখেছেন।

রাসূল (স)-এর ইন্তিকালের পর আসমানী বার্তা প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিসীমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নব বিজিত মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয় ঘটে। ফলশ্রুতিতে নতুন নতুন নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। সাহাবাগণ কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নতুন সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন।

প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষ দিকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। ফকিহগণ কুরআন ও হাদিসের নিরিখে চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় ঘটাতেন। সম্ভবত ইমাম শাফিঈ প্রথম ব্যক্তি যিনি উসূলে ফিকহের সংকলন চেষ্টা করেন এবং ইসলাম ধর্মীয় ও বিচার ব্যবস্থায় কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন- "কিয়াসের ব্যবহার সে সময় করা যাবে যখন কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

সুতরাং কুরআন, হাদিস, ইজমা দ্বারা সমাধান বের করতে না পারলে কিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে।

২.৪ কিয়াসের-এর নীতমালা

মহানবীর (স) ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাথে কিয়াসের অনুসরণে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতেন। পরবর্তীকালে ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণও কিয়াস প্রয়োগ করতেন। কিয়াস এমন সব সমস্যার সমাধান করে যা কুরআন-হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ইমামগণ নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর লক্ষ রেখে কিয়াস গ্রহণ করতেন-

(ক) কিয়াস কুরআন-হাদিস ও ইজমার পরিপন্থী হবে না।

(খ) কুরআন-হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রবর্তিত কোন আইনের মূলনীতি বিরোধী কোন আইন তৈরি করা কিয়াসের আওতা বহির্ভূত।

(গ) কিয়াসের মূলনীতি মানুষের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে থাকতে হবে।

(ঘ) যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে কিয়াস প্রযোজ্য নয়।

সারসংক্ষেপ

মানবসমাজ গতিশীল। যতই দিন যেতে থাকে মুসলিম সমাজে নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে। বহু উদ্ভূত নতুন সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ-গবেষণার প্রয়োজন হয়। কিয়াস ইসলামি আইন-বিজ্ঞানের এক গতিশীল ধারা। কিয়াস আইনকে কালোত্তীর্ণ এবং সার্বজনীনতা দান করেছে। ইসলামি আইন-বিজ্ঞান যে সর্বকালের মুক্তিসনদ তা এ থেকেই বুঝা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের ওপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. কিয়াসের আভিধানিক অর্থ কী ?

(ক) ঐকমত্য (খ) পরিমাপ করা
(গ) ইচ্ছা করা (ঘ) সংকল্প করা

২. কোন আইন দ্বারা গাঁজা, আফিম ও হিরোইন নিষিদ্ধ হয়েছে ?

(ক) হাদিস (খ) কুলরআন
(গ) কিয়াস (ঘ) ইজমা

৩. কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা সমাধান করা যায় না এমন বিষয়ে কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করতে হবে ?

(ক) ইজমা সুকূতী দ্বারা (খ) কিয়াস দ্বারা
(গ) ইজমা আযীমত দ্বারা (ঘ) ইজমা রুখসাত দ্বারা

৪. কিয়াসের পথ কে খুলে দিয়েছেন ?

(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত মুহাম্মাদ রাসূল (স)
(গ) হযরত আবূ বকর (রা.) (ঘ) হযরত উসমান (রা.)

৫. রাসূলের যুগে কোন কিয়াস সংঘঠিত হয়েছিল কি ?

(ক) প্রথম দিকে হয়েছিল (খ) শেষদিকে হয়েছিল
(গ) হয়েছিল (ঘ) হিজরতের পরে হয়েছিল

৬. কোন বিষয়ে কিয়াস করা যাবে ?

(ক) যে সমস্যার সমাধান কুরআন-হাদিস ও ইজমায় স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(খ) যে সমস্যার সমাধান কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(গ) যে সমস্যার সমাধান হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ নেই
(ঘ) যে সমস্যার সমাধান কুরআনে আছে কিন্তু হাদিসে নেই

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

মাওলানা নাজিম একটি মসজিদের ইমাম। তিনি প্রতিদিন এশার নামাযের পর মুসল্লীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। একজন যুবক দাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, বাজারে প্রচলিত কোন কোমল পানীয়ের মধ্যে যদি নেশা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় তাহলে তা পান করা কী বৈধ হবে ? ইমাম সাহেব জবাবে বললেন- যদি নেশা জাতীয় কোন কিছু পাওয়া যায় তাহলে তা বৈধ নয়।

৮। ইমাম সাহেবের জবাব ইসলামের কোন উৎসের ইংগিত বহন করে ?

(ক) কুরআন (খ) হাদীস
(গ) ইজমা (ঘ) কিয়াস

৯। উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যার সমাধান প্রমাণ করে-

i.ইসলাম একটি গতিশীল জীবনব্যবস্থা ii. ইসলামে চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে
iii.ইসলামের গবেষণার সুযোগ নেই।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

আল-কুরআনে জুমু‘আর দিন আযানের পর বেচাকেনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন – “হে মুমিনগণ! জুমু‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং কেনাবেচা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।”(সূরা জুমু‘আ-৬২ : ৯) কাজেই ইজারা, ধার কর্জসহ যত কাজ মানুষকে সালাত থেকে বিরত রাখবে, সব কাজই আযানের পরে নিষেধ। অন্যান্য সকল প্রকার লেনদেনও একই কারণে বেচাকেনার সাথে নিষেধ বলে গণ্য হবে।

ক. কিয়াস কী ? ১

খ. কিয়াসের উৎপত্তি কখন হয়েছে ? ২

গ. বেচাকেনা ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকার লেনদেন নিষেধ হওয়ার পিছনে কী কারণ আছে ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কিয়াসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করুন ৪

উদ্দীপক-২

জামিল ও জাহিদ দুই বন্ধু। জামিল সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু জাহিদ মাদরাসা শিক্ষিত। জামিল মনে করেন বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নিত্য-নতুনভাবে উদ্ভাবিত সামাজিক সমস্যার সমাধান ইসলামি বিধানাবলির আলোকে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জাহিদ সুন্দর যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলেন ‘ইসলাম সর্বাধুনিক ও গতিশীল একটি ধর্ম।’ তাই একমাত্র ইসলামেই সব সমস্যার যৌক্তিক সমাধান রয়েছে। জাহিদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনে অবশেষে জামিল তা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

ক. কিয়াসের প্রথম নীতিটি কী ? ১

খ. ‘তাদের কাজকর্ম সম্পন্ন হয় তাদের মধ্যকার পাস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে’- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. কিয়াস সম্পর্কে ইমামগণ কী মতামত দিয়েছেন ? ৩

ঘ. ‘ইসলাম সর্বাধুনিক ও গতিশীল একটি ধর্ম-’ কিয়াসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।খ ২।গ ৩।গ ৪।খ ৫।খ ৬।গ ৭।ক ৮।ঘ ৯।ক

পাঠ-৩: ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় ও এর উৎপত্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফিক্‌হ, গভীর জ্ঞান, আহ্‌কাম, ইবাদাত, মুআমালাত, মুনাকিহাত, উকূবাত, মুখাসামাত, প্রজ্ঞা, ব্যুৎপন্ন, আলিম, ইলমে ফিক্‌হ্, মুসলিম মণীষীগণ।

৩.১ ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয়

ফিক্‌হ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা, গভীর জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা। ইসলামি পরিভাষায় যে শাস্ত্রে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত শরীআতের বিধি-বিধান ইত্যাদি খুঁটিনাটি আলোচিত হয় তাকে 'ইলমুল ফিক্‌হ' বলে।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে অনেক মুসলিম মনীষী কুরআন ও হাদিসের ওপর গবেষণা চালিয়ে তা থেকে জীবন যাপনের বাস্তব কর্মপন্থা বের করার চেষ্টা করেন। তাদের গবেষণার ফল হচ্ছে ফিক্‌হ শাস্ত্র

৩.২ ফিক্‌হ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ اَلْفِقْه

"প্রত্যেক বস্তুর কতকগুলো স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ ফিক্‌হ"। (বায়হাকী)

কুরআন ও হাদিসের আলোকে ফক্বীহগণ বলেন, দৈনন্দিন জীবনে জরুরি মাসআলা শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং এর চেয়ে বেশি শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া।

কুরআন ও হাদিসে ইসলামি শরীআতের বিধি-বিধান বিন্যস্ত অবস্থায় নেই। আহকামে শরীআতকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা না হলে সাধারণ মানুষ দূরের কথা, শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষেও আল্লাহর আইন অনুযায়ী চলা সম্ভব হত না। তাছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্দেশে কুরআন ও হাদিসের গবেষণামূলক ব্যাখ্যা দিয়ে মানব কল্যাণমূলক বিধান প্রস্তুত করা জনসাধারণের পক্ষে সহজ নয়। ইসলামের প্রাজ্ঞ মনীষীগণ অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিক্‌হ শাস্ত্র প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। এর উদ্ভাবন ও উৎপত্তির কারণসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাবে।

৩.৩ ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শরীআতের হুকুম-আহকাম। শরীআতের অনুসারী তথা মুকাল্লাফ অর্থাৎ বালিগ ও জ্ঞানবান মানুষের কর্ম ও আমল নিয়ে আলোচনা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান, মুবাহ, জায়িয, নাজায়িয, হালাল, হারাম, মাকরূহ, তাহ্‌রীমী ও মাকরূহ তানযীহি ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়। তাই শরীআতের অনুসারী মানুষের কর্ম ও আমলই হল ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

৩.৪ ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়-

১. ইবাদাত : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দার মধ্যে গভীর সংযোগকারী বিষয় হল ইবাদাত।

২. মু'আমালাত : সামাজিক জীবনের লেন-দেন যেমন, অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুন যা পরস্পর সাহায্য সহায়তা দান ও যৌথ কাজের জন্য নির্ধারিত। যেমন, বেচা-কেনা, লেন-দেন, ধার-কর্জ, আমানত ইত্যাদি।

৩. মুনাকিহাত : বৈবাহিক বিষয়াদি তথা মানব বংশ বজায় রাখা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন। যেমন-বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, বংশ, আধিপত্য, ওয়াসিয়াত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৪. উকূবাত : অপরাধ ও শাস্তি। যেমন- হত্যা, চুরি, যিনা, দুর্নাম-অপবাদ এর হূদূদ, কিসাস, দিয়াত ইত্যাদি বিষয়ক আইন-কানুন।

৫. মুখাসামাত : বিচার সংক্রান্ত বিষয়াদি।

৬. হুকুমাত ও খিলাফত : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি। লেন-দেন, সন্ধি ও যুদ্ধের নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদমর্যাদার বিস্তারিত বিষয়াদি।

৩.৫ ফিক্হ শাস্ত্রের উৎপত্তির কারণ

মহানবীর (স) জীবদ্দশায় শরী'আহর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি ওহীর আলোকে প্রদান করতেন। তাঁর তিরোধানের পর সাহাবীগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতেন। তাবি'ঈ ও তাবি-তাবি'ঈনের যুগেও এ ধারাই চলতে থাকে। তবে সাহাবী, তাবি'ঈ এবং তাবি-তাবি'ঈনের সময় কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং অভিজ্ঞান দ্বারাও কিছু নতুন সমস্যার সমাধান দিতেন। তখন থেকেই ফিক্হ শাস্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে শুরু করে।

নব নব যুগ সমস্যা

গতিশীল জীবনের প্রয়োজনে জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেসব সমস্যার সমাধান দিতে কেবল কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয় বরং গবেষণা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাঁদের অনুগামীগণের মধ্যে যারা এরূপ গুণে গুণান্বিত ছিলেন-মুসলিম জগৎ তাঁদের গবেষণা, ইজতিহাদ ও ফয়সালার ওপর নির্ভর করত। তাঁরা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের সমাধান বহাল রেখে নতুন সমস্যার ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে আরো যে সকল নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে সেগুলো সমাধানের মূলনীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ফলে উসূলুল ফিক্হ নামক এক নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।

আইন সুসংবদ্ধকরণ

কুরআন ও হাদিস থেকে হুকুম-আহকাম খুঁজে বের করে সাধারণের পক্ষে আমল করা সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় ইসলাম একটি দুর্বোধ্য নীতি নিয়ে এসেছে- এ ধারণা দূরীভূত করার জন্য ইসলামি আইন-বিধান সুসংবদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। এসব প্রয়োজনে সাহাবীদের যুগেই ফিক্হ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। তবে তাবি'ঈনের যুগে শাস্ত্রাকারে এর সংকলন শুরু হয়। এরপর তাবি-তাবি'ঈনের যুগে তথা আব্বাসীয় খিলাফতকালে বিধিবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফিক্হ শাস্ত্রের ব্যাপক সংকলন ও সম্পাদনা সম্পন্ন হয়।

৩.৬ ফিক্হ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা

ফিক্হ শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামি আইন-কানুন তথা শরীআতের যাবতীয় বিধি-বিধান জানা যায়। অর্থাৎ ফিক্হ শাস্ত্র পাঠে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে শরীআতের বিধানসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৩.৭ ফিক্হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি

ফিক্হ শাস্ত্রের মূল উৎস বা ভিত্তি চারটি। (ক) কুরআন, (খ) হাদিস, (গ) ইজমা ও (ঘ) কিয়াস। প্রথম দুটির ওপর পরবর্তী দুটি নির্ভরশীল।

(ক) কুরআন

শরীআতের প্রধান উৎস কুরআন মাজীদ। এটি শরীআতের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরীআতের মূল কাঠামো দণ্ডায়মান। কুরআনে শরীআতের উৎস হিসেবে প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াত রয়েছে।

(খ) হাদিস

শরীআতের উৎস হিসেবে সুন্নাহ বা হাদিসের স্থান দ্বিতীয়। আল-কুরআন হচ্ছে শরীআতের মূল; আর হাদিস এর ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদে শরীআতের সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। আর হাদিস ঐ সব বিষয়ের বিশ্লেষণ। যেমন সালাত আদায় করা ফরয। তবে কিভাবে আদায় করতে হবে কুরআনে তার উল্লেখ নেই। হাদিসে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(গ) ইজমা

শরীআতের তৃতীয় উৎস ইজমা। কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণের কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে একমত হওয়াকে ইজমা বলে। বহু নতুন প্রশ্নের মীমাংসা প্রসঙ্গে সাহাবী, তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনদের এরূপ একমত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। যে সকল বিধানে ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে, বিশেষত সাহাবীদের ঐকমত্যযুক্ত বিধানসমূহ মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়।

(ঘ) কিয়াস

শরীআতের চতুর্থ উৎস কিয়াস। যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন, হদিস ও ইজমায় সুস্পষ্ট বিধি-বিধান পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে প্রদত্ত অনুরূপ প্রশ্নের মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এ ধরনের যুক্তি প্রয়োগকে কিয়াস বলা হয়। সাহাবী, তাবিঈ ও তাবি-তাবিঈগণ এ পদ্ধতিতে শরীআতের বহু নতুন নতুন প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন। এটি কুরআন ও হাদিসের সমতুল্য নয়; বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান।

সারসংক্ষেপ

মহান আল্লাহ মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানব প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ফিক্‌হ শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামি আইন সম্পর্কীয় শাস্ত্র। এর সকল বিধি-বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উৎসারিত। মহানবীর (স) জীবদ্দশায়ই এর মৌল কাঠামো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে যুগ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মুসলিম মনীষীদের গবেষণায় এটি ইলমে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হ শাস্ত্র রূপে রূপায়িত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ, ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নিয়ে এক অপরের সাথে আলোচনা করবেন। ফিক্‌হ এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ফিক্‌হ শাস্ত্রের আভিধানিক অর্থ কী?

(ক) বুদ্ধিবৃত্তি (খ) গভীর জ্ঞান
(গ) সূক্ষ্মদর্শিতা (ঘ) সবকটি ঠিক

২. ব্যবহারিক জীবনের কর্মসংক্রান্ত ব্যবহারে শরিঅতের বিধানসমূহ যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে কী বলে ?

(ক) ফিক্‌হ শাস্ত্র (খ) আইন শাস্ত্র
(গ) শরীআত (ঘ) আকায়িদ শাস্ত্র

৩. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্রের নাম কি ?

(ক) উসুলুদ দীন (খ) উসুলুল হাদিস

(গ) উসুলুল ফিক্‌হ (ঘ) উসুলুত তাফসীর

৪. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি ?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

৫. ফিক্‌হ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে-

(ক) ইবাদত (খ) মুয়ামালাত

(গ) হুকুমাত ও খিলাফত (ঘ) সব কটি ঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শরিফ সাহেব যাকাত প্রদান সংক্রান্ত একটি মাসআলার সমাধানের জন্য ফিকহের কিতাব খোঁজ করেন। কিন্তু তার বন্ধু আরিফ সাহেব বলেন, যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন-হাদিসের বিধানই যথেষ্ট। অন্যকিছু খোঁজাখুঁজির দরকার হয় না। এ পর্যায়ে শরিফ সাহেব বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কুরআন- হাদিসের ওপর ইজতিহাদ ও গবেষণালব্ধ সমাধানই ফিক্‌হ। তাই ইসলামের সঠিক সমাধান পেতে হলে ফিক্‌হ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

ক. ফিক্‌হ কী ? ১

খ. ফিক্‌হ শাস্ত্র উৎপত্তির কারণ কী ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. ফিক্‌হ শাস্ত্রের মূল ভিত্তিগুলো কি কি ? আলোচনা করুন ৩

ঘ. ফিক্‌হ শাস্ত্র পাঠের উপকারিতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ -৪: ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের সময়কাল বলতে পারবেন;
- ফিক্‌হ সংকলনের যুগ ও প্রতিটি যুগের কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ফিক্‌হ-এর প্রধান ইমামগণের পরিচয় বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলমে ফিক্‌হ, সীরাতুল মুস্তাকীম, ফিরকা, খুলাফায়ে রাশেদীন, শাহাদাতবরণ, বাতিল পন্থী, খারিজী, শরী‘আত, ইজতিহাদ, তাকলিদ, হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি।

৪.১ ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলনের পরিপ্রেক্ষিত

ইলমে ফিক্‌হ বিশাল ও বিস্তৃত এক বিজ্ঞান। মানবজীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড শরীআতের নিক্তিতে পরিমাপ করে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় ফিক্‌হ শাস্ত্র। ইসলামি বিধানের অনিবার্য প্রয়োজনে ফিক্‌হ্ শাস্ত্র সংকলন শুরু হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীন এবং পর্যায়ক্রমে সাহাবীদের ইন্তিকালের ফলে ইসলামি বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শরীআতের হুকুম আহকাম পালন ও চর্চার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত; হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা, তাঁর পুত্র ইয়াযিদ-এর সময়ে রাসূল (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা)-এর হৃদয় বিদারক শাহাদাতবরণ, এসব কারণে ইসলামে নানা ফেরকা ও মতবাদের সৃষ্টি হয়। মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে "খারিজী" ও 'শীআ' নামে মতাবলম্বী দুটি পৃথক উপদল গড়ে উঠে। খারেজীরা শুধু কুরআন মাজীদ ও প্রধানত প্রথম দুই খলীফার শাসনামলের প্রমাণিত হাদিসমূহকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। শীআরাও চরমপন্থী উপদল, তারা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা অবলম্বন করতে থাকে।

উমাইয়া শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে হকপন্থী উলামা-ই কিরাম দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি ধারার পরিচিত নাম 'আহলুল হাদিস', যাঁরা হাদিসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন। কিয়াসের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া তারা অপছন্দ করতেন। দ্বিতীয় ধারার তৎকালীন পরিচিত নাম ছিল 'আহলুর রায়'। যাঁরা কুরআন মাজীদ ও হাদিসের আলোকে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি তর্কের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতায় ছিলেন বিশ্বাসী। তাঁরা কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিধানের কারণ-উপকারণ ও যুক্তিধারা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামি অনুশাসনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ সকল সমস্যার ইসলামি সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানুন তথা ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ প্রণয়নের। আবু হানিফা (র) প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পর পর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট অবদান রেখে যান।

৪.২ ফিক্‌হ সংকলনের সময়কাল

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম থেকেই ইসলামি জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নব জোয়ার শুরু হয়। এ সময় ব্যাপকভাবে হাদিস সংগ্রহ, সংকলন এবং ফিক্‌হ-এর মাসআলা সম্পাদনা ও ফাতাওয়া সংকলন শুরু হয়। তবে

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফিক্‌হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু হয়। সে সময় হতে আজ পর্যন্ত সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. গবেষণা ও সংকলনের যুগ; ২. পূর্ণতা ও তাকলিদের যুগ; ৩. তাকলিদের যুগ। এ তিনটি যুগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল-

*** প্রথম যুগ : গবেষণা ও সংকলন**

এ যুগে ইমাম আবু হানিফা (র) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম ইসলামি ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনা শুরু করেন। তিনি তাঁর জীবনকালে ইসলামি ফিক্হ-এর ওপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় অবদান রাখেন।

তাঁর এ পথ ধরে এ যুগে আরো অসংখ্য মুজতাহিদ ফিক্হ সম্পাদনা ও সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। এ যুগেই চার মাযহাবের আলোকে ফিক্হ গ্রন্থ সংকলিত ও সম্পাদিত হয়। এ যুগেই ফিক্হ শাস্ত্রের নীতি নির্ধারণী 'উসূলুল ফিক্হ' নামক আরেকটি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এ সময় মুসলিম উম্মাহ তাঁদের সম্পাদিত ফিক্হ'র অনুসরণ করতে থাকেন। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক হতে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত থাকে। এ যুগকে বলা হয়, ইজাতিহাদ তথা গবেষণার যুগ।

*** দ্বিতীয় যুগঃ পূর্ণতা ও তাকলিদ**

ফিক্হ সংকলনের দ্বিতীয় যুগকে তাকলিদের যুগ বলা হয়। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর শুরু হতে সপ্তম শতাব্দীতে আব্বাসীয় রাজবংশের পতন পর্যন্ত এ যুগ অব্যাহত ছিল। এ যুগে তাকলিদ ব্যাপকতা লাভ করে। প্রথম যুগের ইমামগণের উদ্ভাবিত নিয়ম নীতির সমর্থনে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। এ সময়ে মানবজীবনের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে তার ধর্মীয় সমাধান অনুসন্ধান করা হয়। প্রথম যুগের নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের আলোকে মাসআলা উদ্ভাবনই ছিল এ যুগের ব্যাপক কাজ। এ যুগের লোকেরা বিশেষত চার ইমামের অনুসরণ করতে থাকেন। এ যুগের বিশেষ দিক হল-

- এ পর্বে নতুন কোন ইমামের উদ্ভব হয়নি।
- এ যুগে পূর্ববর্তী ইমামদের পূর্ণ অনুসরণ করা হতে থাকে।
- এ যুগে পূর্ববর্তী ইমামদের প্রদত্ত ফাতওয়াসমূহের ব্যাখ্যা এবং তার সমর্থনে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন।
- যুক্তিভিত্তিক গ্রন্থ রচনা হতে থাকে।

*** তৃতীয় যুগ : তাকলিদ**

হিজরি ৭ম শতাব্দীর মাঝামাঝি আব্বাসীয় শাসনের সমাপ্তির পর আজ পর্যন্ত তৃতীয় ও সর্বশেষ যুগ যা এখনো চলমান। এ যুগে আলিম ও সাধারণ মানুষ তাকলিদ করতে থাকে। পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের ফাতাওয়ার পূর্ণ অনুসরণ করা হচ্ছে। এ জন্য এ যুগকে বলা হয় একান্ত তাকলিদের যুগ। তবে এ যুগে অনেক ফাতওয়ার কিতাব রচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ফিক্হ-এর ইমাম

যে সকল মুজতাহিদ ও ফিক্হবিদের অক্লান্ত সাধনার ফলে ফিক্হ শাস্ত্রাকারে সংকলিত হয় তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন-চারজন

(১) ইমাম আবু হানিফা (র) (ইরাক : মৃত্যু ১৫০ হি.)

(২) ইমাম মালিক (র) (মদিনা : মৃত্যু ১৭৯ হি.)

(৩) ইমাম শাফিঈ (র) (মক্কাঃ মৃত্যু ২০৪ হি.)

(৪) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) (ইরাক : ২৪১ হি.)

ইমাম আবু হানিফার (র) দু'জন শিষ্য- ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন।

সারসংক্ষেপ

ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। আর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এ সকল সমস্যার ইসলামি সমাধান সম্বলিত সুস্পষ্ট ও বিধিবদ্ধ আইন-কানুন তথা ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হ প্রণয়নের। আবু হানিফা (র) প্রথমে এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উমাইয়া যুগের পতনের পর পর তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সমন্বয়ে একটি পর্ষদ গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ফিক্হ সংকলন ও সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিরাট অবদান রেখে যান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	ফিক্হ সংকলনের প্রয়োজনীতা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইলমে ফিক্হ্র পরিধি কতটুকু ?

(ক) বিশাল ও বিস্তৃত (খ) সংকীর্ণ
(গ) ক্ষুদ্র (ঘ) মধ্যম

২। ফিক্হ্ শাস্ত্র কোন পথের নির্দেশ দেয় ?

(ক) সঠিকপথের (খ) সংকীর্ণ পথের
(গ) বক্র পথের (ঘ) কঠিন পথের

৩। খারেজী ও শিয়া দুটো উপদলই হলো -

(ক) উদারপন্থী (খ) মধ্যমপন্থী
(গ) বামপন্থী (ঘ) চরমপন্থী

৪। প্রকৃত মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কোন দুটি উপদল গড়ে উঠেছিল ?

(ক) খারেজী (খ) শিআ
(গ) খারিজী ও শিআ (ঘ) রাফিযী

৫। উমাইয়া শাসনামলে হকপন্থী আলিমগণ কয়টি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল ?

(ক) ২ টি ধারায় (খ) ৩ টি ধারায়
(গ) ৪ টি ধারায় (ঘ) ৫ টি ধারায়

৬। সর্বপ্রথম কে ফিক্হ শাস্ত্র সংকলনের গুরুত্ব অনুভব করেন ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম মুসলিম (র)
(গ) ইমাম আবূ হানিফা (র.) (ঘ) ইমাম শাফিঈ (র)

৭। 'আহলুল হাদিস' কারা ?

(ক) যারা হাদিসের যাহেরী অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন।
(খ) যারা কুরআনের অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন।
(গ) যারা কুরআন ও হাদিসের অর্থ অনুসারে আমল করা জরুরি মনে করেন ।
(ঘ) যারা ফিক্হ অনুযায়ী আমল করা জরুরি মনে করেন।

৮। ফিক্হ্ এর সময়কালকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা হয় ?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে

(গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

৯। ফিক্হ্ এর সময়কালকে প্রধানত যে কয়ভাগে ভাগ করা হয়,তা হলো -

i. গবেষণা ও সংকলনের যুগ ii.পূর্ণতা ও তাকলিদের যুগ

iii. তাকলিদের যুগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

শ্রেণিকক্ষে ইসলামি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক ইসলামের এমন একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, যা জানা না থাকলে বাস্তব জীবনে ইসলামি শরী'আতের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করা যায় না। এমনকি ফরয, ওয়াজিব, হালাল-হারাম, সুন্নত, নফল ইত্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

ক. 'আহলুল হাদিস' কী ? ১

খ. ফিকহের একটি মজলিস ষাট বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম কেন ? ২

গ. ফিক্হ সংকলনের সময়কাল কয়ভাগে বিভক্ত ? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।ক ৩।ঘ ৪।গ ৫।ক ৬।গ ৭।ক ৮।ক ৯।ঘ

পাঠ -৫: মাযহাবের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- মাযহাব কী, তা বলতে পারবেন;
- মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মাযহাব, হানাফি, মালিকি, শাফিঈ, হাম্বলি।

মাযহাব-এর পরিচয়

মাযহাব (مَذْهَبٌ) আরবি শব্দ। আভিধনিক অর্থ হচ্ছে- পথ, মত, দল। ইসলামি আইন-কানুন, মু'আমালাত ও ইবাদাত সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সেগুলোর শাখা-প্রশাখায় ইসলামি আইন বিশারদগণের বিভিন্ন মতবাদকে মাযহাব বলে। অর্থাৎ কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং হাদিসমূহের মধ্যে কোনটি অধিক প্রামাণ্য আর কোনটি কম নির্ভরযোগ্য এসব বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে মুসলিম সমাজে যে সকল ধর্মীয় আইন সংক্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে তাকে মাযহাব বলে।

মুসলিম সমাজে অনেকগুলো মাযহাব বা মতবাদের উদ্ভব হয়। এসবের মধ্যে চারটি মাযহাব অন্যতম। এ চারটি মাযহাব সহীহ হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এ চারটি মাযহাবের যে কোন একটির অনুসরণ বা তাকলিদ করাকে অবশ্য করণীয় বলে ফাতওয়া প্রদান করেন।

বিশ্বমুসলিম কর্তৃক সমাদৃত চারটি মাযহাব হচ্ছে-
(ক) হানাফি মাযহাব : ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতানুসারীকে হানাফি বলা হয়।
(খ) মালিকি মাযহাব : ইমাম মালিক (র)-এর মতানুসারীকে মালিকি বলা হয়।
(গ) শাফি'ঈ মাযহাব : ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতানুসারীকে শাফিঈ বলা হয়।
(ঘ) হাম্বলী মাযহাব : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতানুসারীকে হাম্বলি বলা হয়।

৫.২ মাযহাবের পার্থক্যের কারণ

ইসলামি শরীআতের ফিক্‌হি মাযহাবের পার্থক্যের অনেক যৌক্তিক কারণ রয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ-

প্রথমত: মহানবী (স)-এর হাদিস বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেন। অনেক বর্ণনাকারী তা অপরের নিকট বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একই হাদিস বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ফলে বর্ণনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত: হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও মতপার্থক্য হয়েছে।

তৃতীয়ত: কখনও বর্ণনার সূত্রেও কোন দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। যেমন বর্ণনাকারীদের মধ্যে কোন এক বা একাধিক ব্যক্তির বর্ণনা নির্ভরযোগ্য না হওয়া। সুতরাং এক ইমামের বিবেচনায় যে হাদিসটি গ্রহণযোগ্য, তা হয়ত অন্য ইমাম গ্রহণ করতে রাযি হননি। তিনি হয়ত অন্য হাদিসটি গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থত: বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একই মর্মের হাদিসে একটি মর্মকে একজন ইমাম অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন। অপর ইমাম অন্য মর্মকে নির্ভরযোগ্য মনে করে গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চমত : আল-কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য। এটিও মাযহাবের পার্থক্যের অন্যতম কারণ হতে পারে। একজন তাফসীরকার একটি আয়াতের এক ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন। আর একজন অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অবশ্য এসব শরীআতের কোন মৌলিক নির্দেশের (ফরযের) ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে পার্থক্য হয়নি; বরং মতপার্থক্য হয়েছে শাখা-প্রশাখায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: ফজরের সালাত পড়া ফরয। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। মতানৈক্য রয়েছে আদায়ের সময়ের ব্যাপারে। একজন ইমাম ফজরের সালাত আলো-আঁধারে পড়া ভালো মনে করেন। অন্যজন ফরসা বা আরো আলো হবার পর পড়া ভালো মনে করেন। এ ব্যাপারে দুই ইমাম দুই হাদিস দ্বারা নিজেদের মতামত প্রমাণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ইমামের পেছনে কিরাত পাঠ করতে হবে, না চুপ করে থাকতে হবে, এ ব্যাপারেও দুটি মত রয়েছে। প্রত্যেকেরই যুক্তির ভিত্তিতে হাদিস রয়েছে। এমন সব প্রাসংগিক বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

ষষ্ঠত: যে সকল সমস্যার সমাধান কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায় না এক্ষেত্রে ইজমা ও কিয়াসের সাহায্যে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে এ মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। ফয়সালা যেমন দুইজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজ্ঞ মৌলিক আইনের ব্যাখ্যায় একমত হওয়া সত্ত্বেও এর ধারা-উপধারায় ভিন্ন ভিন্ন রায় প্রকাশ করে থাকেন। আর মুজতাহিদদের ভিন্ন মত পোষণ করা কোন দূষণীয় নয়। মহানবী (স) বলেছেন, "যারা এ জাতীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করবে, তারা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দুটি পুরস্কার পাবে, আর ভুল হলেও শ্রমের মর্যাদাস্বরূপ একটি পুরস্কার পাবে।"

সপ্তমত: বিতর্কমূলক প্রশ্নে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও বিচারকের মীমাংসা। যেমন, ইসলামি আইনের ব্যাপারে ফকিহদের ফাতওয়াও সেইরূপ। বিভিন্ন বিচারক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন। যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে ফয়সালা পাওয়া যায় না, সেসব ব্যাপারে ফকিহদের ইজতিহাদ ও রায়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর ঐ সব ইজতিহাদ ও রায়ের ব্যাপারে সব সময়ে মতৈক্যের আশা করা যায় না।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি আইন-কানুন ও মূলনীতির গবেষণাকারী মুজতাহিদগণের মূল ও প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন ও হাদিস। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা এবং হাদিসের বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উদ্ভব হয়েছে। তবে উক্ত পার্থক্যসমূহ শরীআতের মৌলিক বিষয়ে হয়নি, হয়েছে শাখা-প্রশাখায়। অতএব সকল মাযহাবই সত্যাশ্রয়ী এবং অনুকরণীয়-অনুসরণীয়। যে কোন একটি মাযহাব অনুসরণ করলেই ইসলামের অনুসরণ করা হবে এবং মুক্তি পাওয়া যাবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মাযহাবের মতপার্থক্যের কারণের ওপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করে টিউটরকে দেখাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাযহাব শব্দের আভিধানিক অর্থ কী ?

(ক) মত (খ) পথ
(গ) দল (ঘ) সবকটি ঠিক

২.ইমাম আযম কে ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা (র.) (খ) ইমাম নাসায়ি (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.) (ঘ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)

৩। ইমামগণের মাযহাবের পার্থক্যসমূহ হচ্ছে-

(ক) শরীয়তের মৌলিক বিষয়ে (খ) শাখা-প্রশাখায়

(গ) কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যায় তারতম্য (ঘ) ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্য

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জিয়াউর রহমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি কোন মাযহাবেরই অনুসরণ করতে চান না। কিন্তু একদা ইমাম সাহেবের একটি বক্তব্য শুনে তিনি মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করেন।

৪। ইমাম আবু হানিফার মাযহাবের নাম কী ?

(ক) হানাফি মাযহাব (খ) শাফিঈ মাযাহাব

(গ) মালিকি মাযহাব (ঘ) হাম্বলি মাযহাব

৫। মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধী করায় জিয়াউর রহমান জানতে পরবে-

i. ইমামদের মাঝে মতানৈক্যের কারণ ii. কুরআন হাদিসের বিধি-বিধান

iii.বিভিন্ন মাসআলার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ফাতেমা ও আমেনা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তারা ফিক্হ শাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বিষয় শিক্ষক হাবিব স্যারের কাছে জানতে চাইলেন। শিক্ষক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ফিক্হ শাস্ত্র ব্যতীত সাধারণ মানুষের পক্ষে কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুযায়ী শরীআত পালন সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল জানা সম্ভব নয়। তাই ফিক্হ এর জ্ঞান প্রয়োজন। এ জন্যে মুজতাহিদ ফকিহ ও ইমামগণ কুরআন-হাদিসের ওপর ইজতিহাদ ও গবেষণা করে মাযহাব উদ্ভাবন করেছেন।

ক. মাযহাব কী ? ১

খ. মাযহাব কয়টি ও কি কি ? ২

গ. মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে কেন ? ৩

ঘ. মাযহাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১. ঘ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ-৬: ইমাম আবু হানিফা (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আবু হানিফার পরিচয় দিতে পারবেন;
- ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইসলামি আইন শাস্ত্র, প্রদীপ, ইমাম-ই-আযম, কুনিয়াত,মনীষী, বিশ্ববরেণ্য, পাণ্ডিত্য।

পরিচয়

ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে যে ক'জন মনীষী অসামান্য অবদান রেখে গেছেন ইমাম আবু হানিফা (র) তাদের অন্যতম। ইসলামি আইন শাস্ত্রের প্রদীপকে দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রজ্বলিত করার কারণে মুসলিম মনীষীগণ তাকে ইমাম-ই-আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমাম উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন প্রখর প্রজ্ঞা ও তুখোড় যুক্তিবাদী। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত চৌকস ব্যক্তিত্ব বিরল।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রকৃত নাম নুমান ইবনে সাবিত। উপনাম আবু হানিফা। পিতার নাম সাবিত। ইমাম আবু হানিফার উপনাম দ্বারাই হানাফি মাযহাবের নামকরণ করা হয়। তিনিই হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

ইমাম আবু হানিফা (র) মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুণ্যভূমি বর্তমান ইরাকের কুফা নগরীতে ৮০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলিম এবং ফিক্হশাস্ত্রের বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত।

ইমাম আবূ হানিফা (র) বাল্যকাল হতেই অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি তৎকালীন ইসলামি বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র কুফা নগরীতে জ্ঞান অর্জন করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স) এর খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হন।

ইমাম আবু হানিফা (র) প্রথমে কুরআন, হাদিস এবং আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তারপর তিনি দীর্ঘকাল দর্শন ও কালাম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ফিক্হ শাস্ত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি কুফার বিখ্যাত ফকিহ মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান এর প্রতিষ্ঠিত “মাদরাসাতুর রায়”-এ পড়াশুনা করেন।

ইমাম আবূ হানিফার প্রাথমিক কর্মজীবন একজন কাপড় ব্যবসায়ী হিসেবে আরম্ভ হয়। সততা ও কর্মনিষ্ঠা দ্বারা তিনি অতি অল্প সময়েই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেন। সমসাময়িককালে তিনি অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন। পরবর্তীতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাতুর রায়-এ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১২০ হিজরিতে ইমাম হাম্মাদের ইন্তিকালের পর আবু হানিফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

খলিফা উমর ইবন আব্দুল আযীযের ইন্তিকালের পর তিনি উমাইয়া খলিফাদের বিরাগভাজনে পরিণত হন। খলিফাগণ ইমামকে নিজ নিজ দলে আনতে চাইলেন। এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইমাম আবূ হানিফা (র) কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং সৈন্যরা প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করতো।

ইমাম আবু হানিফাকে (র) এক সময়ে কারাগারে অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক বিষ পান করানো হয়। অতঃপর তিনি ১৫০ হিজরিতে নামাযে সিজদারত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

৬.২ ইসলামি আইন শাস্ত্রে তাঁর অবদান

ইসলামি আইন শাস্ত্রে আবু হানিফার ভূমিকা সুবিশাল। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর শ্রেষ্ঠ অবদান- তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মানবজীবনের নানা জিজ্ঞাসা এবং উদ্ভূত সমস্যার কুরআন, সুন্নাহ এবং গবেষণাপ্রসূত যৌক্তিক সমাধান প্রদান করেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। এটা সর্বজন বিদিত যে, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদিসের ওপর গবেষণা করে ইসলামি আইন কানুন প্রণয়ন করেন। তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদকেই অধিকতর গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি যে কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান কুরআনের আলোকে প্রদান করতেন। কুরআনের পর তিনি হাদিসের ওপর নির্ভর করতেন।

ইমাম আবূ হানিফা (র) এর অন্যতম অবদান হলো উসূলে ফিক্‌হ'র উদ্ভাবন। তিনি বিষয়টির যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ফিক্‌হ সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছেন, "আমি সর্বাগ্রে কুরআনের সুস্পষ্ট বিধির অনুসরণ করি। সেখানে না পেলে হাদিসের অনুসরণ করি। আর সেখানে না পেলে সাহাবীদের যুক্তিযুক্ত অভিমত গ্রহণ করি। তাদের সকলের অভিমত পরিত্যাগ করে আমি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।"

৬.৪ হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি শরীআতের চিন্তার সীমাহীন নীলিমায় বিশাল এক আলোকপথ হানাফি ফিক্‌হ শাস্ত্র। সাবলীলতা ও সহজতার জন্যে এই মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক। হানাফি ফিক্‌হের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হল :

(১) আল-কুরআন ও হাদিসের গুরুত্ব

হানাফি ফিকহের মূলভিত্তি হলো আল-কুরআন। আল-কুরআনের উপস্থিতিতে হাদিসের আশ্রয় খুব কম নিতেন।

(২) হিকমত ভিত্তিক ফিক্‌হ

ইমাম আবূ হানিফার (র) ফিক্‌হ -এর প্রত্যেকটা মাস'আলা, তত্ত্ব, তথ্য, হিকমত ও মানুষের কল্যাণকারিতার ওপর পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত হতো। যেমন অন্যান্য ইমামগণ যখন সালাত বা অন্যান্য ফরয বিষয়কে এজন্য ফরয মনে করতেন যে, শরীআত প্রবর্তকের নির্দেশ। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা (র) সালাত বা অন্যান্য ফরযসমূহের কল্যাণকারিতার দৃষ্টিকোণ যাচাই করতেন। যেমন সালাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

"সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আন্‌কাবুত-২৯ : ৪৫)

এমনিভাবে সাওমের উপকারিতা হলো তাকওয়া অর্জন।

(৩) সরল-সহজ ফিক্‌হ

হানাফি ফিক্‌হ্ অন্যান্য মাযহাব অপেক্ষা খুবই সহজ-সরল, যা সাধারণত মানুষের জন্য কল্যাণকর। মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ রেখেই এ মাযহাব প্রণীত হয়েছে। চোরের হাত কাটার হুকুম প্রসঙ্গে-

- হানাফি ফিক্‌হ মতে ন্যূনতম এক আশরাফী বা স্বর্ণমুদ্রা বা ঐ পরিমাণ অর্থ চুরি না করলে হাত কাটা যাবে না।
- অন্যান্য ইমামের মতে ন্যূনতম ১/৪ স্বর্ণমুদ্রা চুরি করলেই হাত কাটা যাবে। এই মতামত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, হানাফি ফিক্‌হ মানুষের জন্য অধিক কল্যাণকর এবং সহজ-সরল।

(৪) মানবিক আবেদন

সাধারণ মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাদি তথা লেনদেন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (র) মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির সাথে সমাধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নস ও

প্রকাশ্য কিয়াস দ্বারা মাস'আলা ও সমস্যার সমাধান করেছেন। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মতে কনে তার বিয়ের ব্যাপারে মত প্রকাশে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন।

(৫) অমুসলিমদের স্বাধীনতা দানকারী

হানাফি ফিক্‌হ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম জিম্মিদেরকে উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে। যেমন-

হানাফি ফিক্‌হ্ মতে যিম্মির রক্ত মুসলমানদের ন্যায় নিরাপদ। অর্থাৎ যিম্মিকে হত্যার অপরাধে কিসাস তথা মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া যাবে।

* ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে যিম্মিকে হত্যা করার অপরাধে দিয়াত বা রক্তমূল্য ওয়াজিব হবে, মৃত্যুদণ্ড নয়। আবার ইমাম মালিকের (র) মতে দিয়াতের অর্ধেক ওয়াজিব।

(৬) শক্তিশালী মত গ্রহণ

হানাফি ফিক্‌হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুরআন ও হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ে মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রা) শক্তিশালী মত গ্রহণ করেন। যেমন- উযূর ক্ষেত্রে।

* ইমাম আবূ হানিফার (র) মতে উযূর ফরয ৪টি, যা কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে।

(৭) কিয়াসের ওপর গুরুত্ব আরোপ

ইমাম আবূ হানিফা (র) ফিক্‌হের ক্ষেত্রে কিয়াসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিয়াসভিত্তিক রায় প্রদানে ইমাম আবূ হানিফা (র) যুক্তিগ্রাহ্য ও শক্তিশালী মতামত গ্রহণ করতেন।

সারসংক্ষেপ

ইমাম আবূ হানিফার (র) ফিক্‌হ্- সর্বজনীন ও অধিক ভারসাম্যপূর্ণ। এ মাযহাবে গোঁড়ামী আবার উঁচুমানের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিহার করা হয়েছে। হাদিস, পারিপার্শ্বিকতা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে কিয়াস ও ইসতিহসান-এর ভিত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য করে সমাধান প্রণীত হয়েছে। এ সব কারণে হানাফি ফিক্‌হ মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	'মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হানাফি মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক' -প্রমাণ করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইমাম আযম বা শ্রেষ্ঠ ইমামের নাম কি ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা (র) (খ) ইমাম মালিক (র)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র) (ঘ) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)

২ ইমাম আবূ হানিফার আসল নাম কি ?

(ক) ইসমাঈল (খ) নুমান ইবনে সাবিত
(গ) ইবরাহীম (ঘ) ইয়াকুব

৩. হানাফি মাযহাবের নামকরণ কার নামে করা হয়েছে ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফার (র.) নামে (খ) ইমাম মালিকের (র.) নামে
(গ) ইমাম শাওিপর (র.) নামে (ঘ) ইমাম আহামাদের (র.) নামে

৪। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর প্রথম কর্মজীবন শুরু করেন ?

(ক) একজন ফল ব্যবসায়ীরূপে।

(খ) একজন বই ব্যবসায়ীরূপে।

(গ) একজন তেল ব্যবসায়ীরূপে।

(ঘ) একজন কাপড় ব্যবসায়ীরূপে।

৫. ইমাম আযম কোথায় কি অবস্থায় ইনতেকাল করেন ?

(ক) মসজিদে নামাযরত অবস্থায় (খ) কারাগারে নামাযরত অবস্থায়

(গ) কাবাঘরে নামাযরত অবস্থায় (ঘ) রাস্তায় হাঁটা অবস্থায়

৬। ইমাম আবূ হানিফা শ্রেষ্ঠ অবদান কী ?

(ক) তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (খ) তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা

(গ) তিনি হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ঘ) তিনি মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা

৭। বিশ্বে কোন মাযহাবের অনুসারী সর্বাধিক ?

(ক) হাম্বলী (খ) শাফিঈ

(গ) হানাফী (ঘ) মালিকী

৮। হানাফি মাযহাবের বৈশিষ্ঠ্য হলে-

i. হিকমত ভিত্তিক ii. সহজ সরল

iii. মানবিক আবেদন ভিত্তিক

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একদিন এক ক্লাসে ছাত্রীদের উদ্দেশে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন- ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে এমন ক'জন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে লেখা থাকবে। ইসলামি আইন শাস্ত্রের প্রদীপকে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে প্রজ্বলিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও অবদান অপরিসীম। তাঁদের মধ্যে অন্তত এমন একজন ছিলেন,যাঁর প্রজ্ঞা, যুক্তিবাদী ও বিরল ব্যক্তিত্বের কাছে অন্যরা হার মেনেছিলেন। তাই মুসলিম জাতি চিরদিন তাঁর কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবে।

ক. ইমাম আবূ হানিফা (র) কত সালে জন্ম গ্রহণ করেন ? ১

খ. ইমাম আবূ হানিফার (র) সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখুন। ২

গ. ইমাম আবূ হানিফার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলো কি কি ? ৩

ঘ. আপনি কেন হানাফি মাযহাব অনুসরণ করবেন ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ ৭। গ ৮। ঘ

পাঠ-৭: ইমাম মালিক (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম মালিকের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ইমাম মালিকের সংকলিত মুয়াত্তা কিতাবের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আল-মুয়াত্তা, হাদিস, ফিক্‌হ, ইমাম, দারুল হিজরাহ, মুহাদ্দিস, ইলমে কিরাত।

৭.১ পরিচয়

ইমাম মালিক (র)-এর মূল নাম হচ্ছে মালিক, কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি হলো ইমাম দারিল হিজরাহ। তাঁর পিতার নাম হলো- আনাস। ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম হয়েছে হিজরি ৯৩ সালে।

তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন নিজের পরিবার থেকেই। তাঁর পিতা আনাস (র) পিতামহ মালিক ইবন আবু আমর মদীনায় হাদিস বিশারদ ছিলেন। তিনি তাঁর কাছে হাদিস বিষয়ে জ্ঞান অর্জন শুরু করেন।

ইমাম মালিক (র) প্রখ্যাত ফকিহ রাবিয়াতুর রায় এর নিকট ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান ইবনে হরমুযসহ যুহরী ও নাফে (র) প্রমুখের নিকট হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমামুল কুর্‌রা নাফে বিন আব্দুর রহমান থেকে ইলমে কিরাত শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকদের সংখ্যা প্রায় ৯০০ বলে জানা যায়।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইবনে শিহাব আয-যুহরী, ইবনে উমায়ের আবুয্ যিনাদ, হাশেম ইবনে ওরওয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার, মুহাম্মাদ আল-মুনকাদির। ইমাম সুয়ুতী (র(ঘ)) তাঁর ৯৫ জন উস্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করেছেন।

এই জগদ্বিখ্যাত হাদিস সংকলকের নিকট থেকে সমসাময়িক কালের সেরা সেরা জ্ঞানপিপাসুগণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আওজায়ী, ইবনে সা'দ, শু'বা, সাওরী ও ইবনে উয়াইনা অন্যতম।

৭.২ গবেষণা ও ইসলামি আইন প্রণয়ন

ইমাম মালিক (র) ইসলামি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তিনি হানাফি মাযহাব থেকে ভিন্নভাবে তাঁর গবেষণা শুরু করেন এবং কিয়াস পরিত্যাগ করেন। তিনি মানবজীবনে প্রয়োজনীয় নানা আইন কানুন প্রণয়ন করে তা পরবর্তীতে নিজস্ব মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম মালিক (র) হাদিস সংকলনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি সংগৃহীত হাদিসগুলো সঠিক ও সুন্দরভাবে যাচাই করে নিতেন। যে সকল হাদিস তাঁর নিকট সন্দেহজনক মনে হতো সেগুলো তিনি বাদ দিয়ে দিতেন।

তিনি ইসলামি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মদীনার প্রচলিত রীতি-নীতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। ফলে তাঁর উদ্ভাবিত আইন-কানুন সকলের নিকট সহজবোধ্য। তাঁর উদ্ভাবিত সকল আইন-কানুনই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। সে সময় তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর বংশধরের পরিচয়ে খিলাফতের দাবিদার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিদ্রোহের সাথে জড়িত করা হয়। ইমাম মালিক জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে খলিফা আল-মনসুরের বিরোধী ছিলেন। ৭৬২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুহাম্মদ মদীনার অধিপতি হয়ে ইমাম বলে ফতোয়া জারি করলেন যে, আল-মনসুরের আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। কারণ তিনি আনুগত্য জোর করে আদায় করেছেন। মুহাম্মদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে গেলে ইমাম মালিক (র) মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলায়মান-এর বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন।

৭.৩ ইমাম মালিক (র)-এর মৃত্যু

ইমাম মালিক (র) ৮৪ মতান্তরে ৯৩ বছর বয়সে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৭৯ হিঃ সনে রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

৭.৪ হাদিস সংকলন

ইমাম মালিক (র)-এর যুগ পর্যন্ত হাদিসশাস্ত্র ততটা সুবিন্যস্ত আকারে প্রকাশিত হয়নি। বিভিন্ন হাদিস বিভিন্ন জনের কাছে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরের অনুরোধে জনগণের জন্য সহজ সরল করে মুয়াত্তা রচনা করেন। হাদিসশাস্ত্রে মুয়াত্তার স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন–

مَا عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ كِتَابٌ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ

"আল্লাহর কিতাবের পর মালিক (র) সংকলিত হাদিসের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ দুনিয়ার বুকে আর নেই।" (রিওয়াত ইবনে হাসান, আল-মুআত্তা-১/২৫)

৭.৫ মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম মালিক (র) সকল যুক্তিতর্কের ওপর কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যকে প্রাধান্য দিতেন।
২. তাঁর ফিক্‌হ মদীনাবাসীদের আমলের ওপর ভিত্তি করে রচিত।
৩. মালিকি মাযহাবে অমুসলিমদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়া হয়নি।
৪. তিনি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেছেন।
৫. মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ তাঁর ফিক্‌হের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৬. এই মাযহাব প্রকাশ্য রিওয়াত অনুযায়ী রচিত। বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ তেমন নেই। এজন্য এ মাযহাব অত্যন্ত কঠোর।

সারসংক্ষেপ

ইমাম মালিক (র) হাদিস শাস্ত্রে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। হাদিস শাস্ত্র সংকলনে পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহানবি (স)-এর বিশুদ্ধ বাণী অনাগত কালের উম্মতের নিকট উপস্থাপনের সাহসী প্রয়াসের প্রথম বাস্তব নমুনা হচ্ছে তাঁর অমর সংকলন মুয়াত্তা গ্রন্থ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম মালিকি মাযহাব।

ইমাম মালিক (র) কুরআন ও হাদিসকে অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতেন। তিনি তাঁর রেখে যাওয়া ফিক্‌হের মাধ্যমে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন। হাদিস শাস্ত্রে ইমাম মালিকের (র) অবদান এর ওপর একটি রচনা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইমাম মালিকের মূল নাম হলো-

(ক) মালিক (খ) আনাস
(গ) আবদুল্লাহ (ঘ) আবূ সোলায়মান

২ ইমাম মালিকের উপাধি কী ছিল ?

(ক) দারুন নাজাত (খ) ইমামু দারিল হিজাবাহ
(গ) দারুল খুলদ (ঘ) আব্দুস সালাম

৩. ইমাম মালিক (র.) কত হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন ?

(ক) ৭৩ হিজরিতে (খ) ৮৩ হিজরিতে

(গ) ৯৩ হিজরিতে (ঘ) ১০৩ হিজরিতে

৪. ইমাম মালিক কত হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন ?

(ক) ৭৩ হিজরিতে (খ) ৮৩ হিজরিতে

(গ) ৯০ হিজরিতে (ঘ) ১৭৯ হিজরিতে

৫। ইমাম মালিকের শিক্ষাকেরা হলেন-

i.ইবনে শিহাহ আয-যুহরী ii. ইবনে উমায়ের আবুয যিয়াদ

iii.হাশেম ইবনে ওরওয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে গিয়ে প্রভাষক জনাব আবদুল বারী ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন- " ইমাম মালিক (র) একজন প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ ছিলেন। তাঁর হাদিস গ্রন্থের নাম আল-মুয়াত্তা। তিনি হাদিস সংকলনে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি স্বীয় ও প্রজ্ঞা দিয়ে হাদিসের সনদ ও মতন যাচাই বাছাই করতেন। অতঃপর সংকলনে স্থান দিতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম মালিকি মাযাহাব।"

ক. ইমাম মালিকের জন্ম হয় ? ১

খ. ইমাম মালিকের শিক্ষা লাভের বর্ণনা দিন। ২

গ. ইমাম মালিকের গবেষণার বর্ণনা দিন। ৩

ঘ. মালিকি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১।ক ২।খ ৩।গ ৪।ঘ ৫।ঘ

পাঠ-৮: ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম শাফিঈ (র)-এর পরিচয় ও জীবনী লিখতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর অবদান বলতে পারবেন;
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মক্কা, আল-কুরআন, আরবিভাষা ও সাহিত্য, উলুমুলফিক্হ।

৮.১ জীবন চরিত

যে সমস্ত মনীষীর আপ্রাণ চেষ্টায় ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ইমাম শাফিঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তিনি শাফিঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে সমন্বয় সাধন করে তিনি শক্তিশালী মতামত উপস্থাপন করেন।

ইমাম শাফিঈর (র) পূর্ণ নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ। তাঁর ঊর্ধ্বতন বংশসূত্র কুরাইশ নেতা কুসাই-এর সঙ্গে সংযুক্ত। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত হাশিমী শেখার লোক ছিলেন।

তিনি বর্তমান ইসরাঈল দখলীকৃত ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডে ১৫০ হিজরি সনে (৭৬৭ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন।

দু'বছর বয়সের সময় তাঁর পিতা মারা গেলে তাঁর মাতা উম্মুল হাসান গাজা ছেড়ে তাঁকে নিয়ে মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন। মক্কাতেই তিনি লালিত-পালিত হন। কুরআন মাজীদ নিয়ে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি দশ বছর ধরে মক্কার বিখ্যাত হুযায়ল গোত্রে বসবাস করে আরবি ভাষা, সাহিত্য ও কাব্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইমাম শাফিঈ (র) দশ বছর বয়সে পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেছিলেন। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ মুফতি মুসলিম ইবন খালিদ যানজীর নিকট থেকে ফিক্হ শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি পনের বছর বয়সে ফাতাওয়া দেওয়া শুরু করেন। তারপর তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়ে সরাসরি ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তার প্রণীত মুয়াত্তা তাকে শুনান। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর নিকট থেকে বিপুল পরিমাণে ফিক্হ শাস্ত্রের ওপর জ্ঞান হাসিল করেছিলেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর অপূর্ব মেধা, অনন্য ধীশক্তি ও অবিস্মরণীয় অধ্যয়ন পিপাসা দেখতে পেয়ে তাঁকে অত্যধিক সম্মান ও স্নেহ করতেন। তিনি অন্যান্য বিখ্যাত ফিক্হ শাস্ত্রবিদদের নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

এই জগদ্বিখ্যাত ইসলামি আইন প্রণেতা ২০৪ হিজরি সনের রজব মাসের শেষ দিন (২০ জানুয়ারি ৮২০ খ্রি:) ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে মোকাত্তাম পর্বতের পাদদেশে সমাহিত করা হয়।

৮.২ ইমাম শাফিঈর (র) অবদান

ইসলামি আইনশাস্ত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তা হলো-

ইমাম শাফিঈ (রহ.) শিয়া মতবাদ প্রচারের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৮৭ হিজরি সনে। তাঁকে বাগদাদে খলিফা হারুন আর-রশীদের দরবারে হাজির করা হলে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ফজল ইবন রাবি-এর সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয়।

ইমাম শাফিঈ ১৮৮ হি সনে মক্কা, সিরিয়া হয়ে মিসরে উপস্থিত হন এবং ইমাম মালিকের শিষ্য হওয়ার সুবাদে মিসরের লোকজন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫ হিজরি পর্যন্ত মিসরে অবস্থান করার পর পুনরায় ইরাকে গমন করেন এবং সেখানে অনেক দিন অতিবাহিত করেন।

হিজরি ১৯৫ সনে ইরাকে অবস্থানকালে সেখানকার আলিম-উলামা তাঁর শিক্ষা গ্রহণ ও যথার্থ সম্মানে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সেখানকার আলিমগণের সহযোগিতায় হানাফি ও মালিকি মাযহাবের নির্যাস নিয়ে একটি মাযহাব প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে একে শাফিঈ মাযহাব বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান না দিতে পারলে কিয়াসের সাহায্য গ্রহণ করতেন। তাঁকেই ইসলামি ফিক্‌হশাস্ত্রে সর্বপ্রথম কিয়াসের ব্যবহারকারী হিসাবে ধরা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) ফিক্‌হ ও হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। তিনি নিজকে বড় মাপের হাদিস ও ফিক্‌হ বিশারদরূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছাত্র ইমাম আহমদ (র) বলেন, “হাদিস বিশারদগণ ঘুমন্ত ছিলেন, ইমাম শাফিঈ (র) তাদের জাগিয়ে তোলেন।”

ইমাম শাফিঈ (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রের গবেষণা ও চিন্তা ভাবনায় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর নিকট যা সঠিক বলে মনে হতো ঠিক তাই গ্রহণ করতেন। তিনি মূলত হানাফি ও মালিকি মাযহাবের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে শাফিঈ মাযহাবের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

উসূলে ফিক্‌হর সুশৃঙ্খল নিয়মাবলির উদ্ভাবনে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখেছিলেন তা অন্য কোন ফকিহর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের ওপর ভর করেই পরবর্তীকালের ফিক্‌হ গবেষকগণ সামনে এগিয়ে যান।

ইমাম শাফিঈ একমাত্র ব্যক্তি যিনি ফিক্‌হ পন্থী (اصحاب الفقه) এবং হাদিস পন্থীদের (اصحاب الحديث) মাঝে দূরত্ব কমিয়ে একই সমতলে অবস্থান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি এদেরকে কাছাকাছি নিয়ে এসে উভয়ের মাঝে এক মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি মূলত হাদিসের মধ্যে পারস্পরিক বাহ্যিক হুকুমের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করেন। তিনি হাদিসের বাণীগুলোকে আইনের উৎস হিসেবে মনে করেন। তিনি কুরআন ও হাদিসের সাথে কোন রূপ পার্থক্য আনতে নারাজ।

ইমাম আবু হানিফা (র)-এর প্রচেষ্টায় ফিক্‌হ শাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতির প্রসার ঘটলেও তা সুবিন্যস্ত ও সুসংহতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ইমাম শাফিঈ (র)। আর এ কারণেই তাঁকে ফিক্‌হ-বিজ্ঞান বা উসূলে ফিক্‌হর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাহ্যত বিরোধী হাদিসগুলোর সুনিপুণ সমাধান করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ ইখতিলাফুল হাদিসে (اختلاف الحديث) পরস্পর বিরোধী হাদিসগুলো এমনভাবে সমন্বিত করেছেন যে, দুটি হাদিস থেকে দুটি মত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তার এ গ্রন্থটি সুধী মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল।

৮.৩ শাফিঈ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. আইন নির্ণয়ে কুরআনকে সর্বাগ্রে গ্রহণ।

২. কুরআন-হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতেন।

৪. হাদিসকে দলিল হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করেননি।

৫. হাদিসের পর ইজমা গ্রহণ করতেন।

৬. ইস্‌তিহ্‌সান ও ইসতিসলাহ মানেননি বরং ইস্‌তিদলাল পদ্ধতি গ্রহণ করে ফিক্‌হ রচনা করেছেন।

৭. কিয়াসকে আনুপাতিক হারে কম গ্রহণ করতেন।

সারসংক্ষেপ

ইসলামি চিন্তাজগতে ইমাম শাফিঈ (র.) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। মুসলিম বিশ্বে তাঁর চিন্তা দারুণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি স্বীয় প্রতিভাদীপ্ত ইজতিহাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অমর হয়ে আছেন।

হাদিস ও ইসলামি আইন শাস্ত্রে ইমাম শাফিঈ যে অবদান রেখে গেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাখ লাখ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীরা। ইসলামি আইন শাস্ত্রের আকাশে তাঁর পদচারণা এতটা দাপটের যে, যার আভা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আলোকিত করে সারা বিশ্বকে সম্মোহিত করেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শ্রেণিকক্ষে ইমাম শাফিঈ (র) -এর জীবন ও অবদান নিয়ে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর পূর্ণ নাম কী ?
(ক) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফিঈ (র.)
(খ) আনাস (গ) আবদুল্লাহ (ঘ) আবূ সোলায়মান

২। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর জন্ম তারিখ কত ?
(ক) ৮০ হিজরিতে (খ) ১৫০ হিজরিতে
(গ) ২০০ হিজরিতে (ঘ)২৫০হিজরিতে

৩। ইমাম শাফিঈ (র.) কত বছর বয়সে হাফিয হয়েছিলেন ?
(ক) ৫ বছর (খ) ৭ বছর
(গ) ১০ বছর (ঘ) ১৫ বছর

৪। ইমাম শাফিঈ (র.) কে কোন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় ?
(ক) উসূলুল হাদিস (খ) উসূলুত তাফসীর
(গ) উসূলুল ফিক্হ (ঘ) উসূলুশ শাশী

৫। ইমাম শাফিঈ (র.)- কখন মৃত্যু বরণ করেন ?
(ক) ৯০ হিজরিতে (খ) ১০৪ হিজরিতে
(গ) ১৫০ হিজরিতে (ঘ) ২০৪ হিজরিতে

৬। ইমাম শাফিঈ (র.) এর মাযহাবের বৈশিষ্ঠ্য হলো-
i. প্রথমে কুরআনকে প্রাধান্য দিতেন ii. দ্বিতীয় পর্যায়ে হাদিসকে পাধান্য দিতেন
iii.হাদিসের পর ইজমা গ্রহন করতেন

নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

একদিন আফসোস করে প্রবীণ শিক্ষক সৈয়দ সালেহ উদ্দীন বলেন- বর্তমানে স্কুল পড়ূয়া ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে না। ইসলামের অতি প্রয়োজনীয় দু'আ-দুরুদ ও উযূ-গোসলের মাসআলা-মাসায়েল পর্যন্ত তারা বলতে পারে না। কিছুদিন আগেও ছেলেমেয়েরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই আরবী পড়ার জন্য মক্তবে যেত। কালের বিবর্তনে তা অনেকটাই পাল্টে গেছে। মক্তব প্রথা দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা প্রয়োজনীয় দু'আ-দুরুদ, উযূ-গোসলের মাসআলা-মাসায়েল শেখা ও কুরআন শরীফ পড়ার তেমন একটা সময় পায় না। ফলে তারা অনেক নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা ও দেশী-বিদেশী খেলোয়াড়দের নাম জানলেও ইসলামের অনেক খ্যাতনামা মনীষীদের নাম পর্যন্ত জানে না। এমনটি হওয়া উচিত নয়।

ক. ইমাম শাফিঈ (র.) কোন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন ? ১

খ. হানাফি মাযহাবের সর্বজনীনতা লাভের কারণ উল্লেখ করুন । ২

গ. ইমাম শাফিঈ (র.) মাযহাবের বৈশিষ্ট্য লিখুন । ৩

ঘ. ইমাম শাওিপর (র.) সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তাঁর অনন্য অবদান বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ

পাঠ-৯: ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ও তাঁর মাযহাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ইমাম আহমদের (র.) পরিচয় ও জীবনী উল্লেখ করতে পারবেন;
- ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (র.) অবদান বর্ণনা করতে পারবেন;
- হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বাগদাদ, মুসনাদ, রক্ষণশীল, উচ্চাদর্শ, হাম্বল।

৯.১ জীবনী ও কর্ম

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)। ইসলামি ফিক্‌হ শাস্ত্রের চতুর্থ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিজরি ১৬৪ মোতাবেক ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন হাম্বল নামে সুপরিচিত। তৎকালীন অনেক অভিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হাদিসের ওপর ব্যাপক গবেষণা করেন। হাদিসের ওপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল-মুসনাদ। এতে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিস আছে। পুরোপুরি হাদিসের ওপর নির্ভর করতেন বলে তিনি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের প্রতি তেমন জোর দিতেন না।

তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত যুক্তি কম প্রয়োগ করতেন। দুর্বলতম হাদিসকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। কোন আকস্মিক ব্যাপার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস সন্ধান যখন সম্ভব হত না, কেবল তখনই তিনি যুক্তি প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণ করতেন। হাদিসের ওপর নির্ভর করা এবং যুক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি না হওয়ায় তাঁর মাযহাব অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মাযহাবে যুক্তির প্রয়োগ যথাসম্ভব কম ছিল। এর ফলে তিনি চার ইমামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর উচ্চাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ইমাম আবু হানিফা (র) অবাধে যুক্তি প্রয়োগ করতেন। কুরআনের আলোকে যুক্তির সাহায্যে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছবার চেষ্টা করতেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) রক্ষণশীল ছিলেন। মুতাযিলা মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় মুতাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষক খলিফা মুনতাসির বিল্লাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে কারামুক্ত করেন। ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি বাগদাদে ইনতিকাল করেন। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কড়াকড়ি নীতি অনুসরণের জন্য হাম্বলী মাযহাবের তেমন প্রসার হয়নি।

ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান-এর মতে, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের (র) জানাযায় প্রায় আট লক্ষ পুরুষ ও ষাট হাজার মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাযাতে এই বিরাট সমাবেশ তাঁর জনপ্রিয়তার কথাই প্রমাণ করে।

৯.২ হাম্বলি মাযহাবের বৈশিষ্ট্য

১. ইমাম আহমদের ফিক্‌হে কুরআন ও হাদিসের বাহ্যিক প্রতিফলন ঘটেছে।

২. তিনি হাদিসে মারফূ ও মাওকুফকে সমমর্যাদা দিয়ে ফিক্‌হ রচনা করেছেন।

৩. যথাসম্ভব তিনি কিয়াস বর্জন করেছেন।

৪. তাঁর ফিক্‌হ খুবই সহজ সরল।

৫. বুদ্ধি ও যুক্তিতর্কের স্থান তাঁর মাযহাবে অতি কম ছিল।

সারসংক্ষেপ

শতাব্দীর গুলিস্তানে যারা ক্ষণিকের পুষ্পরাজ হয়ে আগমন করেন ইমাম আহমদ (র) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শন মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়। তিনি নিজ কর্মের মাঝে চির অম্লান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিকহি মাযহাবের নাম হাম্বলি মাযহাব। তিনি ছিলেন একাধারে প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ, তেমনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রের চতুর্থ ইমামের নাম কী ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম আবূ হানিফা (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.) (ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)

২ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কোন নামে বেশি পরিচিত ছিলেন ?

(ক) ইমাম (র.) (খ) ইমাম আহমদ (র.)
(গ) ইবনে হাম্বল (র.) (ঘ) ইমাম আযম (র.)

৩. আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করতেন কোন ইমাম ?

(ক) ইমাম বুখারী (র.) (খ) ইমাম আবূ হানিফা (র.)
(গ) ইমাম শাফিঈ (র.) (ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)

নানা তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে "ইসলামী জ্ঞানের" প্রতিযোগীতার আয়োজন করলেন। নানা বললেন- তোমরা কি এমন একজন ইমামের নাম বলতে পারবে- যিনি হাদিসের ওপর আমল করতেন, বিচার-বুদ্ধির ওপর জোর দিতেন না।

৪। নানা তার নাতি-নাতনিদের নিকট কোন ইমামের নাম জানতে চেয়েছেন ?

(ক) ইমাম আবু হানিফা (র.) (খ) ইমাম শাফেঈ (র.)
(গ) ইমাম মালেক (র.) (ঘ) ইমাম আহমাদ (র.)

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

অধ্যাপক আবদুর রহমান ইবনে হোছাইন একটি সেমিনারে বলেন- আল-কুরআন ও হাদিসে ইসলামের মৌলিক বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামের খুঁটি-নাটি বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার জন্য ইসলামি আইন শাস্ত্রের জগতে খ্যাতনামা কয়েকজন মুসলিম মনীষীর জন্ম হয়। ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা ছিলেন জ্ঞান, মেধা, প্রজ্ঞা, মেধায় অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ও লেখনির মধ্য দিয়ে শরয়ী বিধান গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

ক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) ইসলামি ফিক্হ শাস্ত্রের কততম ইমাম ? ১
খ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র.) মাযহাব প্রসার না হওয়ার কারণ কী ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন কোন মনীষীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ? তাঁদের নাম উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. হাম্বলী মাযহাবের বৈশিষ্টগুলো বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠ-১০: ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি-

- ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর সাথে পরিচিত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফিক্হ, শরী‘আত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল।

ফিক্হ

ফিক্হ শাস্ত্র মূলত কুরআন-হাদিসের নির্যাস। মানুষের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা রয়েছে।

ফিক্হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত আহকাম

ইসলামি শরীআতের বিধান মতে মানুষের কাজগুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যায়–

(১) মাশরু (শরীআত সম্মত)

(২) গাইরে মাশরু (শরীআত পরিপন্থী)।

শরীআত সম্মত কার্যাবলিকে ছয় শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(ক) ফরয

ফরয অর্থ-অবশ্য পালনীয়। এটি মহান আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আদেশ, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলমানের ওপর তা অপরিহার্য ও অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছেন। এর অস্বীকারকারী কাফির। এর পরিত্যাগকারীর জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।

ফরয দু প্রকার : যথা- (১) ফরযে আইন ও (২) ফরযে কিফায়া।

(১) ফরযে আইন

এমন ফরয যা প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেই পালন করতে হয়। এ ধরনের ফরয কাজ এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে আদায় করতে হয়। যেমন- সালাত ও সাওম ইত্যাদি। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকতে হয়।

(২) ফরযে কিফায়া

এমন ফরয যা সমাজের কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ আদায় না করে, তবে সকলেই এর জন্য গুনাহগার হবে। যেমন- জানাযার সালাত ইত্যাদি।

(খ) ওয়াজিব

হাদিস দ্বারা যে সব অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত হয়েছে তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিবও ফরযের ন্যায় অবশ্যই পালনীয়। তবে গুরুত্বের দিক থেকে ফরযের পরে এর স্থান। ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফির হয় না। বিনা কারণে তা ত্যাগ করলে ফাসিক হবে এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

(গ) সুন্নাত

ফরয এবং ওয়াজিব ছাড়া শরীআতের যে সকল কাজ নবী করীম (স) নিজে করেছেন এবং যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন বা অনুমোদন করেছেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। এছাড়াও খুলাফায়ে রাশেদীন শরীআতের যে সকল কাজ প্রবর্তন করেছেন

সেগুলোকেও মহানবী (স)-এর সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তা অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন, হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيْنَ

অর্থ : "তোমাদের ওপর অবশ্য কর্তব্য-আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরণ করা।" (রেওয়াতে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান, আল-মুয়াত্তা-৩/৮০)

সুন্নাত দু প্রকার। যথা-(১) সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ও (২) সুন্নাতে গাইরে-মুওয়াক্কাদা বা সুন্নাতে যায়িদাহ।

(ঘ) মুস্তাহাব

নবী করীম (স) যে সব কাজ কখনো কখনো অন্যদেরকে করার জন্য উৎসাহিত করেছেন তাকে মুস্তাহাব বলা হয়। মুস্তাহাব কাজ আদায় করলে সাওয়াব হয়, তবে না করলে গুনাহ হয় না। পরিভাষায় মুস্তাহাবকে 'নফল' ও মানদুব বলা হয়ে থাকে।

ঙ. মুস্তাহসান

যে সব কাজ উলামা মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ) কুরআন, হাদিস ও সুন্নাতের আলোকে ভালো বলে গ্রহণ করেছেন তাকে মুস্তাহসান বলা হয়। মুস্তাহসান পালনে সাওয়াব আছে, তবে বাদ দিলে গুনাহ হয় না।

চ. মুবাহ

যে কাজ করাতে কোন সাওয়াব নেই এবং না করাতে কোন গুনাহ নেই, শরীআতের পরিভাষায় সেসব কাজকে মুবাহ বলা হয়। ইচ্ছা করলে তা করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা নাও করতে পারে।

হালাল

শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়।

মাকরূহ তাহরীমী

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় ; বিনা কারণে এ সব কাজ করা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মাকরূহ তানযীহ

যে সকল কাজ পরিত্যাগ করাতে সাওয়াব লাভ হয় না এবং করলে গুনাহগার হয় না। তবে শরীআতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এরূপ কাজ মাকরূহে তানযীহ।

হারাম

যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাকে হারাম বলা হয়। বিনা কারণে যে এমন কাজ করে সে ফাসিক। তার জন্য কঠিন আযাব নির্ধারিত। হারামের অস্বীকারকারী কাফির। ফরয এবং হারাম প্রমাণের বিষয়টি একই পর্যায়ের। ফরয কাজ করা ফরয আর হারাম কাজ বর্জন করাও ফরয।

- **মুফতি**

যিনি ফাতাওয়া দান করেন। যে ফিক্‌হতত্ত্ববিদ বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দান করেন তাকে মুফতি বলা হয়। মুফতির জন্য উসূলে শরীআত হতে মাসআলা উদ্ভাবনের যোগ্যতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

আল্লামা শামী (র) বলেন, যে ব্যক্তি মুজতাহিদ নন সে ব্যক্তি মুফতি হতে পারেন না। এমন ব্যক্তির নিকট যখন কোন প্রশ্ন করা হয়, তখন তার উচিত তার ঐ কথাটি কোন মুজতাহিদের উক্তি তা উল্লেখ করা। এমন ব্যক্তি মূলত ফাতাওয়া নকলকারী হিসেবে গণ্য হন।

- **আল ইমামুল-আযম : (বড় ইমাম)**

হানাফি ফিকহের কিতাবে 'আল-ইমাম' কিংবা আল-ইমামুল আযম শব্দের প্রয়োগ হলে এর মাধ্যমে হানাফি মাযহাবের ইমাম আবু হানিফা (র) কে বুঝানো হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ে যাঁর সঠিক কর্তৃত্ব থাকে, তাঁকেও ইমাম বলা হয়।

- **সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন**

হানাফি মাযহাবে সাহিবাইন শব্দ দ্বারা ইমাম আবু হানিফা (র)-এর শিষ্যদ্বয় যথাক্রমে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে একসঙ্গে বুঝানো হয়। অনুরূপভাবে শায়খাইন শব্দ দ্বারা স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে। তারফাইন শব্দের মাধ্যমে একত্রে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অন্যতম শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ (র)-কে বুঝানো হয়ে থাকে।

আয়িম্মায়ে ছালাছা

হানাফি মাযহাবে আয়িম্মায়ে ছালাছা বলতে তিন ইমাম অর্থাৎ হযরত আবু হানিফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) কে বলা হয়। আর সাধারণভাবে ইমাম আযম আবু হানিফা ছাড়া ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (র) কে বুঝানো হয়।

- **আয়িম্মায়ে আরবাআ**

ফিক্‌হর কিতাবে আয়িম্মায়ে আরবাআ বলতে চার ইমামকে বুঝানো হয়। ইমাম চার জন হলেন– ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)।

- **মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখ্‌খিরীন**

ফিকহের কিতাবে মুতাকাদ্দিমীন অর্থাৎ পূর্ব কালের উলামা বলতে সাধারণত তাঁদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে, যাঁরা তিন ইমাম অর্থাৎ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তাঁদের পরবর্তীগণকে মুতাআখখিরীন অর্থাৎ পরবর্তী কালের উলামা বলা হয়।

- **ইস্‌তিহ্‌সান**

ইসতিহসান শব্দের অর্থ কোন কিছুকে ভালো মনে করা। পরিভাষায় ইস্‌তিহসান শব্দটি এমন দলিলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা কিয়াসে জলীর মোকাবিলায় আসে।

- **ইজতিহাদ ও মুজতাহিদ**

ইজতিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা সাধনা করা। পরিভাষায় কোন ফকিহ্ আলিমের কোন শরয়ী হুকুম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের নিমিত্তে চিন্তা ও গবেষণা করাকে ইজতিহাদ বলা হয়। শরয়ী হুকুম গবেষণাকারীকে বলা হয় মুজতাহিদ।

- **আল মাযাহিবুল আরবাআ**

প্রসিদ্ধ ফিক্‌হী চার মাযহাবকে এক সাথে আল-মাযাহিবুল আরবাআ বলা হয়ে থাকে। মাযহাব চারটি হল–হানাফি, শাফিঈ, মালিকি ও হাম্বলী।

সারসংক্ষেপ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রাশাখার বিশেষ বিষয়কে নির্দেশ করার জন্য কিছু ভাষা-পরিভাষা থাকে। সে সব পরিভাষা জানা থাকলে উক্ত জ্ঞানের কথা সহজে বুঝা যায়। ফিক্‌হ শাস্ত্রেরও পরিভাষা রয়েছে যা আমরা এ পাঠ থেকে জানলাম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	ফিক্‌হ শাস্ত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো শ্রেণি কক্ষে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ‘গাইরে মাশরু’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) শরী‘আত সম্মত (খ) মধ্যম পন্থী
(গ) শরী‘আত পরিপন্থী (ঘ) কট্টরপন্থী

২। ‘ফরয’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অবশ্য পালনীয় নয় (খ) ইচ্ছাধীন
(গ) অবশ্য পালনীয় (ঘ) অনিচ্ছাকৃত

৩। ‘ফরয’ কত প্রকার ?

(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

৪। ‘ওয়াজিব’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অবশ্য পালনীয় নয় (খ) ইচ্ছাধীন
(গ) অবশ্য পালনীয় (ফরযের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ)
(ঘ) অতিরিক্ত

৫। ‘সুন্নাত’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) আচার (খ) রীতিনীতি
(গ) অপব্যবহার (ঘ) মত ও পথ

৬। ‘হালাল’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) খাওয়ার অনুপযুক্ত (ঘ) ব্যবহারের অনুপযুক্ত

৭। ‘হারাম’ শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বৈধ (খ) অবৈধ
(গ) মুবাহ (ঘ) সচরাচর

৮। ‘সাহেবাইন’ কারা ?

(ক) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মালিক (র.)
(খ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(গ) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(ঘ) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম নাসায়ী (র.)

৯। ‘শায়খাইন’ কারা ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)
(খ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেক (র.)
(গ) ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)
(ঘ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম জাফর (র.)

১০। ‘তারফাইন’ কারা ?

(ক) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈ (র.)
(খ) ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)
(গ) ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)

(ঘ) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)

১১। 'মুতাকাদ্দিমীন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পূর্বকালের উলামা

(খ) পরের কালের উলামা

(গ) আধুনিক কালের উলামা

(ঘ) মধ্যম যুগের উলামা

১২। 'মুতাআখখিরীন' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) পূর্বকালের উলামা

(খ) পরবর্তী কালের উলামা

(গ) আধুনিক কালের উলামা

(ঘ) মধ্যম যুগের উলামা

১৩। 'ইসতিহ্সান' শব্দের অর্থ কী ?

(ক) কোন কিছুকে খারাপ মনে করা

(খ) কোন কিছুকে মধ্যম মনে করা

(গ) কোন কিছুকে ভালো মনে করা

(ঘ) কোন কিছু মনে না করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক,

ইমতিয়াজ ও রোহান দু'জনই একটি নামি-দামি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। জীবনের অনেকগুলো দিন পেরিয়ে এসে তারা আজ কিশোর জীবনে পা ফেলেছে। তারা আধুনিক বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন করলেও ইসলামের মৌলিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত তারা অর্জন করার সুযোগ পায়নি। মুসলিম ছেলে-মেয়েদের যে ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞানটুকু শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল-একথাটুকু পর্যন্ত তাদের পিতা-মাতা ভুলে গেছে। ফলে ইসলামে পালনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্পর্কে তাদের ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ক. ফরয কী ? ১

খ. ফিক্‌হ শাস্ত্র বলতে কী বুঝায় ? ২

গ. সাহিবাইন, শায়খাইন, তারফাইন বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে ? ৩

ঘ. ফিক্‌হ শাস্ত্র কী ? ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতের বর্ণনাপূর্বক উল্লেখ করুন যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সোহান ও রোহান কোন বিষয়ের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত ছিল ? ৪

উত্তরমালা: ১।গ ২।গ ৩।ক ৪।গ ৫।খ ৬।ক ৭।খ ৮।গ ৯।ক ১০।গ ১১।ক ১২।খ ১৩।গ